# একটি বোমা তেরী কর তোমার মায়ের রান্নার ঘরে

*সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সলাত ও সালাম নবী মুহাম্মদ (স) এর উপর।*

আমি কি দুনিয়ার যে কোন রান্নার ঘরে থাকা উপাদান থেকে একটি কার্যকর বোমা তৈরী করতে পারি যা শত্রুদের ধ্বংস করবে? উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ। কিন্তু কিভাবে করব এর পূর্বে, আমরা জিজ্ঞেস করি কেন? কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

**"সুতরাং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুন; আপনি নিজের সত্ত্বা ব্যতীত অন্যের জন্য যিম্মাদার নন। এবং ঈমানদারদের উদ্বুদ্ধ করুন [আপনার সাথে যোগদান করার জন্য] সম্ভবত আল্লাহ কাফেরদের (শক্তিকে) সংযত করবেন। আল্লাহ শক্তি-সামর্থের দিক থেকে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা। "** [সূরা, নিসা ৪ঃ৮৪]

এটা এজন্যও যে প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য যে সে তার দ্বীনকে এবং উম্মাহকে ডিফেন্ড বা রক্ষা করবে। ইয়াহুদী এবং খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের অসম্মান করেছে, আমাদের পবিত্র স্থানগুলোকে অপবিত্র করেছে, আমাদের প্রিয় রাসুল (স) কে অভিশাপ বা গালাগাল দিয়েছে। বর্তমানে ওরা নবী মুহাম্মদ (স) কে নিন্দা করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

বর্তমানে পশ্চিমা সরকারগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে এক কঠোর যুদ্ধে নেমেছে। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের আহযাবদের (সম্মিলিত বাহিনী) নিয়ে এসেছে এবং মুসলিম দেশগুলোর উপর আক্রমণ এবং ধ্বংস করার জন্য ওদের জনগণ তাদের সহযোগীতা করেছে।

কিন্তু মুসলিমদের একনিষ্ট ক্ষুদ্র একটি দল যারা শত্রুদের পাল্টা আঘাত করেছে। কিন্তু এই ছোট মুজাহিদীন দলের কাজের প্রতিক্রিয়া এতই ব্যাপক যে, শত্রুদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছে। সুতরাং এখন আমোদের রয়েছে শক্তির সাম্যতা। যেমন তারা মুসলিমদের মারছে, মুসলিমরাও তাদেরকে হত্যার দ্বারা জবাব দিচ্ছে। এটা হচ্ছে একনিষ্ঠ ক্ষুদ্র মুজাহিদীন দলের কাজের প্রতিক্রিয়া, সুতরাং যদি পুরো মুসলিম উম্মাহ জেগে উঠে তখন কি হবে?

অনেক মুসলিমরা আছে যাদের প্রবল আগ্রহ রয়েছে এই উম্মাহকে প্রতিরক্ষা করার, কিন্তু তাদের সামনে পথ অনিশ্চিত। তারা বিশ্বাস করে এই উম্মাহকে রক্ষা করার জন্য তাদের ভ্রমন করা প্রয়োজন মুজহিদীনদের নিকট এবং তারা তাদের ক্যাম্পে প্রশিক্ষন নেয়া জরুরী। কিন্তু আমরা ঐসব মুসলিমদের বলি যারা রয়েছেন আমেরিকা কিংবা ইউরোপে; সেখানে রয়েছে পছন্দনীয় এবং সহজ টার্গেট এই উম্মাহকে সহযোগীতা করার জন্য। এটা হচ্ছে ব্যক্তিগত কাজ পশ্চিমাদের মধ্যে যেমন নিদাল হাসান এবং ফায়সাল শাহজাদের অপারেশন। কিছু অপারেশন যাকে তারা ''ব্যর্থ'' বলে অবিহিত করে, এর মাধ্যমে তাদের জাতীয় গোয়েন্দা প্রধানকে জোর করে বরখাস্ত করে। আর কিছু ''ব্যর্থ'' অপারেশন দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের রবখাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের জন্য।

আমার মুসলিম ভাইয়েরা, যে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করতে চান, এত বেশী পরিণামের হিসাব, কাজের ভবিষ্যত এবং ফলশ্রুতি চিন্তা করবেন না। এটা সত্য যে, উমার ফারুক, তারই মত ভাই নিদাল হাসান এবং ফায়সাল শাহজাদ বন্দী হয়েছেন, কিন্তু তারা আমাদের দৃষ্টিতে ''হিরো'' হয়ে গেছেন এবং অনুসরণযোগ্য আদর্শ রেখে গেছেন। আমরা তাদেরকে ইস্তেক্বামাত বা অবিচলিত রাখার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। যদি তারা একনিষ্ঠ এবং অবিচল থাকে তাহলে তাদের বন্দীত্ব তাদের মর্যাদাকেই বৃদ্ধি করবে। হাদীসে আছে, *''যদি আল্লাহ কাউকে ভালবাসেন, তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন।"* এই পরীক্ষার ফলস্বরূপ তার জান্নাতে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি , দুনিয়ার জীবনে মানসিক শান্তি এবং

পরকালিন অনন্ত সুখ অর্জিত হবে। আমার মুসলিম ভাই! আমাদের কাছে ভ্রমন করার কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে আমরা আপনার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি আমাদের সামরিক প্রশিক্ষণ আপনার রান্না ঘরে। যদি আপনি আল্লাহর দ্বীনের কাজের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হন, তাহলে আপনাকে যা করতে হবে, শুধুমাত্র আপনার রান্নাঘরে ঢুকতে হবে এবং একটা বিস্ফোরক ডিভাইস তৈরী করতে হবে, যা শত্রুদের ধ্বংস করবে যদি আপনি আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে যথাযথ ব্যবহার করতে পারেন। এই হচ্ছে এই বোমার প্রধান গুনাবলীঃ-

- এটার উপাদান সমূহ সত্যিই সহজলভ্য।
- এর উপাদানসমূহ কিনতে কোন প্রকার সন্দেহের মধ্যে পড়তে হয় না।
- এর উপাদানগুলো সহজেই রাখা যায় যদিও শত্রুরা আপনার ঘরে সার্চ করে এবং গন্ধ শোকানো প্রশিক্ষিত কুকুর এর উপাদানগুলোকে বিস্ফোরক হিসাবে সনাক্ত করতে প্রশিক্ষিত নয়।
- এক বা দুই দিনে যে বোমা বানানো যায় তা দ্বারা অন্তত ১০ জন ব্যক্তিকে হত্যা করা যায়। একমাস ধরে যে বোমা বানানো যায় সেটা অনেক বড় এবং মারাত্মক যা দ্বারা বহু মানুষকে হত্যা করা সম্ভব।

বিস্ফোরন সাধারনত দুই ধরনেরঃ

প্রথমতঃ কেমিক্যাল বা রাসায়নিক বিস্ফোরন। এই বিস্ফোরণ বিশাল চাপ সৃষ্টি করে যা একটি নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের মধ্যে সমস্ত জীব কে হত্যা করে। উদাহরণস্বরূপ সব সামরিক স্তরের বিস্ফোরক যেমন টি এন টি এবং আর ডি এক্স।

দ্বিতীয়তঃ মেকানিক্যাল বা যান্ত্রিক বিস্ফোরণ। স্বল্প পরিসরের জায়গায় দাহ্য পদার্থ হঠাৎ করে জ্বলে উঠার কারণে এই বিস্ফোরণ ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ একটি আয়রন পাইপের ভেতর একটি ফিউজ রাখার মত সামান্য পরিমান খোলা রেখে গান পাউডার রাখা। যখন গান পাউডার জ্বলে উঠে, গান পাউডারের বিশাল চাপ গ্যাসে রূপান্তরিত হয় এবং যে কারণে আয়রন পাইপ প্রচন্ড শব্দে ফেটে ধারালো টুকরা প্রচন্ড বেগে ছুটে যায়।

## I. বিস্ফোরক ডিভাইস প্রস্তুতি

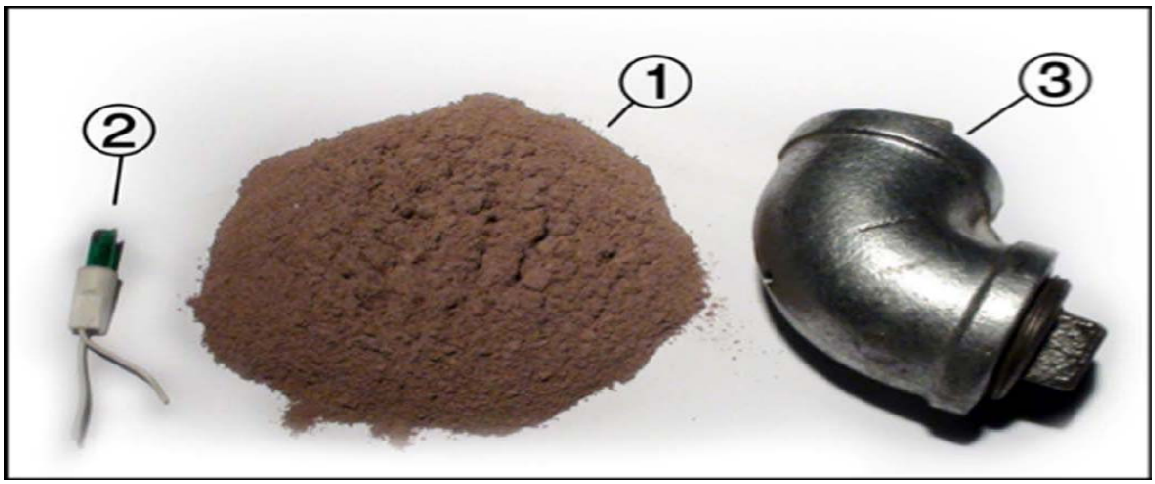


১. দাহ্য বস্তু

২. চুন্নি বাল্ব বা সাজানোর বাল্ব ( যা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলোকসজ্জার জন্য ব্যবহার করা হয়)

৩. আয়রন পাইপ

### ক). দাহ্য বস্তু প্রস্তুতি

এই দাহ্য বস্তু মূলতঃ দুইটি উপাদানের মিশ্রণ।

ক. যা ম্যাচের কাঠির মাথায় পাওয়া যায়

খ. চিনি

## খ. কিভাবে দাহ্যবস্ত বের করতে হয়

১. ম্যাচের কাঠির মাথায় যেকোন বস্তু দিয়ে আঘাত করুন ( এখানে আমরা একটি নল ব্যবহার করেছি) দাহ্য বস্তু ভাঙ্গার জন্য।

২. প্রাপ্যবস্তু  সমূহকে চূর্ণ করুন এবং ফিল্টার করে নির্যাস পাউডার পাওয়ার জন্য।

৩. ছবির মধ্যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন (ফিল্টারকৃত ভাল) পাউডার এবং আপনি এর সাথে চিনি যোগ করুন ১/৪ অনুপাতে।

৪. এই দুইটি উপাদানকে একত্রে মিশ্রিত করতে থাকুন যতক্ষন না মিলে একক রং ধারণ করে।

## গ. বাল্বের ফিউজ প্রস্তুতি (সাজানোর বাল্ব থেকে)

আমরা বাল্বের অগ্রভাগে উত্তপ্ত করে মাধ্যমে ভেঙ্গে নিয়ে প্রতিক্রিয়া শুরু করব। এটা নিশ্চিত করুন যেনো ফিলামেন্ট বা বাল্বের মাথার সূক্ষ তার জেন ভেঙ্গে না যায়। ফিলামেন্ট হচ্ছে ঐ অংশ যেখানে যখন বিদ্যুত প্রবাহিত হলে, এটা দীপ্ত হয়ে উঠে এবং আলোক উৎপন্ন করে।

১. বাল্বের অগ্রভাগ উত্তপ্ত করতে থাকুন যতক্ষন না এটা কালো হয়ে যায়।

২. সংগে সংগে উত্তপ্ত অবস্থায় বাল্বটি পানির মধ্যে চুবিয়ে দিন।

৩. বাল্বের অগ্রভাগে মৃদু আঘাত করুন তাহলে এটা ভেঙ্গে যাবে।

## ঘ. আয়রন পাইপ প্রস্তুতি

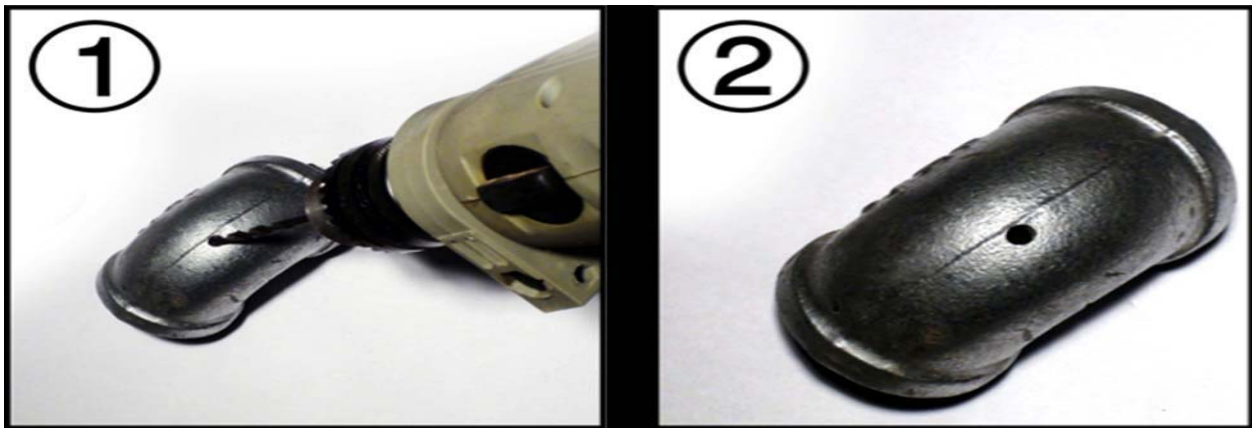


- পাইপের মধ্যে একটা গর্ত করে নিন।
- দ্বিতীয় ছবিতে দেখানো হয়েছে পাইপের মধ্যে গর্ত করার পর কেমন দেখাচ্ছে।

## ৬. সর্বশেষ ডিভাইস প্রস্তুতি

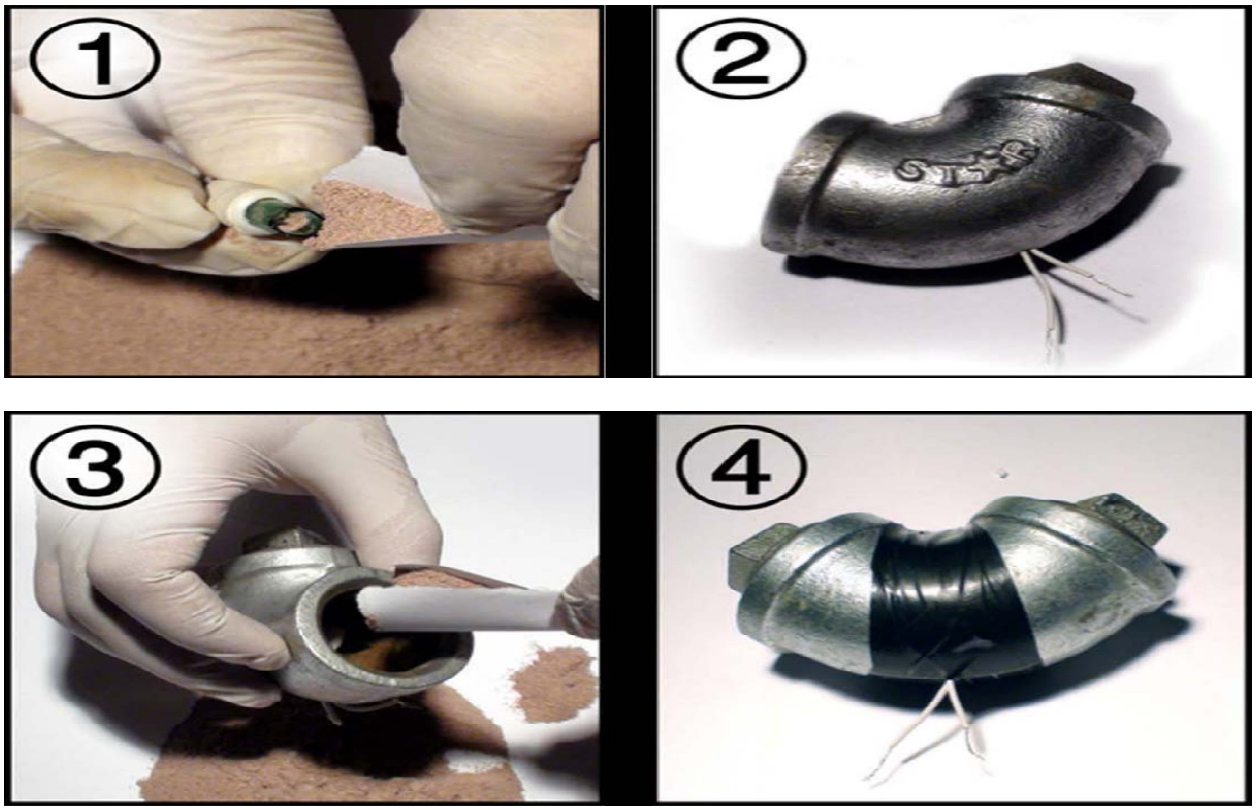


১. কিছু দাহ্য পদার্থ বাল্বের মধ্যে ঢুকিয়ে নিন। এত নরমভাবে কাজটি করুন যেন ফিলামেন্টটি ভেঙ্গে না যায়, যা খুবই স্পর্শকাতর। ডিভাইস বা বোমাটি ফাটবে না যদি ফিলামেন্ট টি ভেঙ্গে যায়।

২. পাইপের মধ্যে বাল্বটি ঢুকিয়ে নিন এবং সাথে সাথে তারগুলো বের করে নিন।

৩. পাইপের মধ্যে দাহ্য পদার্থ দিয়ে ভরে নিন। পাইপের প্যাচে যেন ঐ বস্তু লেগে না থাকে, যাতে করে পাইপ লাগানোর সময় যেন আগুন জ্বলে না উঠে।

৪. পাইপটি টেপ দিয়ে মুড়িয়ে নিন যেন সে ফুটোটি বন্ধ হয়ে যায় যা করা হয়েছিল শুধুমাত্র তার বেরিয়ে থাকবে। টেপ থাকবে তারের চারপাশে- পাইপের গায়ে ফুটোর গ্যাপ বন্ধ করার জন্য- এবং তারের উপরে মোড়ানো হবে না।

আপনি সাবস্টিটিউট করতে পারেন ম্যাচের মাথা থেকে বের করা দাহ্য পদার্থ গান পাউডার দ্বারা যা তরুনাস্থিতে ব্যবহার করা হয়েছে। এর স্থলে আপনি বারুদ ও ব্যবহার করতে পারেন।

**[বিঃদ্রঃ- আপনি একটা বস্তু ব্যবহার করবেন না। আপনি ব্যবহার করতে পারেন ম্যাচ থেকে প্রাপ্যবস্তু, গান পাউডার এবং বারুদ একত্রে মিশিয়ে কিন্তু যদি এরূপ করেন তবে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।]**

## II. বিদ্যুৎ সোর্স

### ভূমিকা

ডিভাইসের মধ্যে বিদ্যুৎ সোর্সের গুরুত্ব হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিভাসটিকে জ্বালানোর চাবি। ছোট বাল্বটি জ্বালানোর পরিমান বিদ্যুতই যথেষ্ট বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য। বিদ্যুতের প্রবাহ বাল্বের মধ্যে সরাসরি ব্যাটারী থেকে, টাইম সার্কিট অথবা একটি রিমোট কন্ট্রোল সার্কিট এর মাধ্যম পৌছতে পারে।

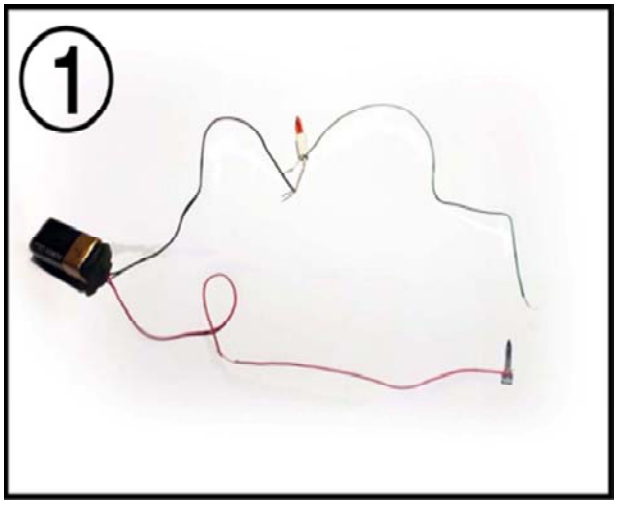


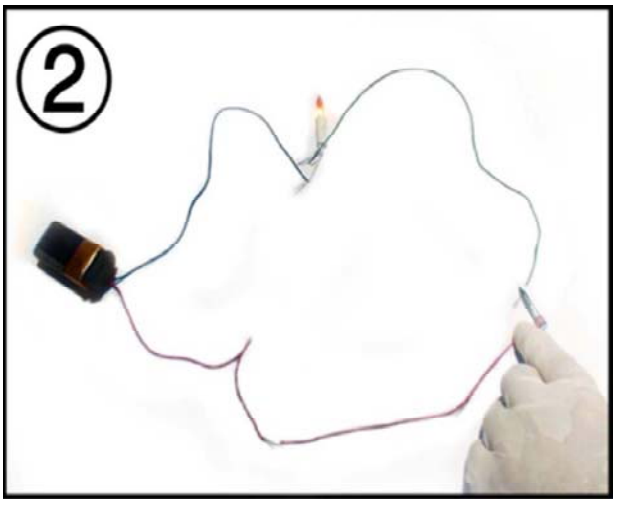


আমরা আপনার জন্য সিলেক্ট করেছি সহজ টাইম সার্কিটটি। আমরা সেট করেছি একটি সার্কিট যার বিন্যাস হচ্ছে

- একটি ৯ ভোল্ট ব্যাটারী
- একটি তারের সংযোগ রয়েছে ব্যাটারীর ‘‘+” এর সাথে এবং একটি পেরেকের সাথে (লাল তারটি)
- একটি তারের সংযোগ রয়েছে ব্যাটারীর ‘‘−” এর সাথে এবং একটি টেষ্ট বাল্বের সাথে (কালো তার)। নোট- আপনি এখানে যেকোন ছোট ব্যাটারী ব্যবহার করতে পারেন। লক্ষ্য রাখবেন এটা কিন্তু ঐ বাল্ব নয় যা আমরা দাহ্যবস্তু দিয়ে পূরণ করেছি।
- আমরা বাল্বের অন্য প্রান্তে একটি সবুজ তার সংযোগ দিয়েছি। যখন এই তার পেরেকে ছোয়ানো হবে সার্কিট ইজ ক্লোজড এবং আলো জ্বলে উঠবে।

নোট- এখানে তারের রং প্রদর্শন স্বরূপ বা দেখানোর জন্য

### ঘড়ি যুক্ত করাঃ

১. বাল্বে সংযুক্ত সবুজ তারটির সাথে ঘড়ির একটি কাটার সাথে সংযুক্ত করুন।

২. পেরেকটি ঘড়ির সম্মুখভাগে ঢুকান। এইভাবে যখন ঘড়ির কাটা ঘুরবে তখন এটি পেরেকটি স্পর্শ করবে এবং বাল্বটি জ্বলে উঠবে।

ঘড়ির কাটা সংযুক্ত করার জন্য পদক্ষেপ সমূহঃ

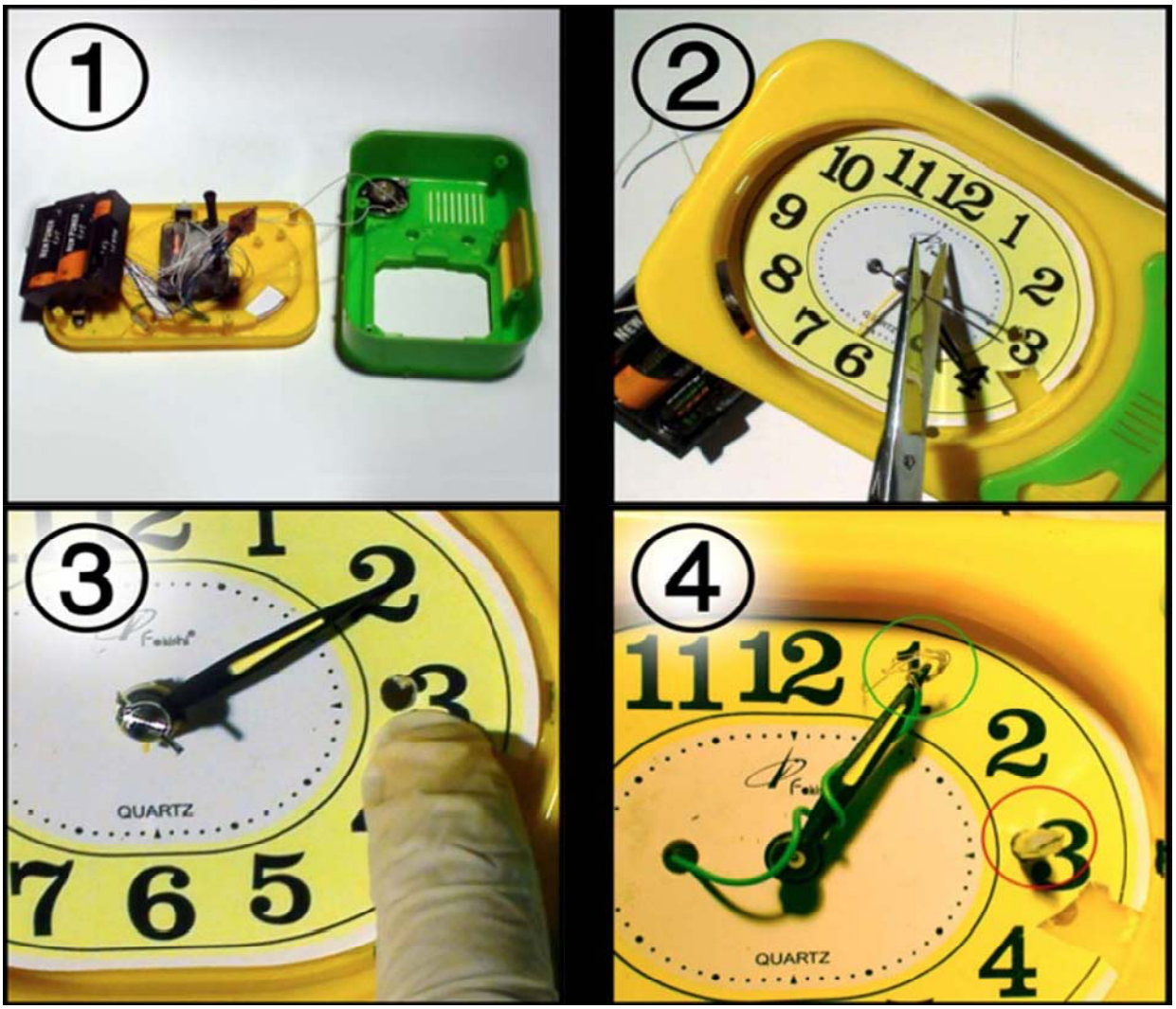


১. ঘড়িটি খোলা

২. যদি আপনি চান এক ঘন্টার মাথায় বিস্ফোরন ঘটুক, মিনিটের কাটা ব্যতীত সব কাটা কেটে ফেলুন। যদি আপনি একঘন্টার বেশী সময় চান তবে আপনি ঘন্টার কাটা ব্যতীত সব কাটা কেটে ফেলুন।

৩. ঘড়ির সম্মুখে একটি গর্ত করুন পেরেকটি ঢুকানোর জন্য।

৪. পেরেকটি গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিন এবং সবুজ তারটি ঘন্টার কাটার সাথে সংযুক্ত করে দিন্। সবুজ তারটির জন্য অন্য একটি গর্ত খুড়ুন যদি প্রয়োজন হয়।

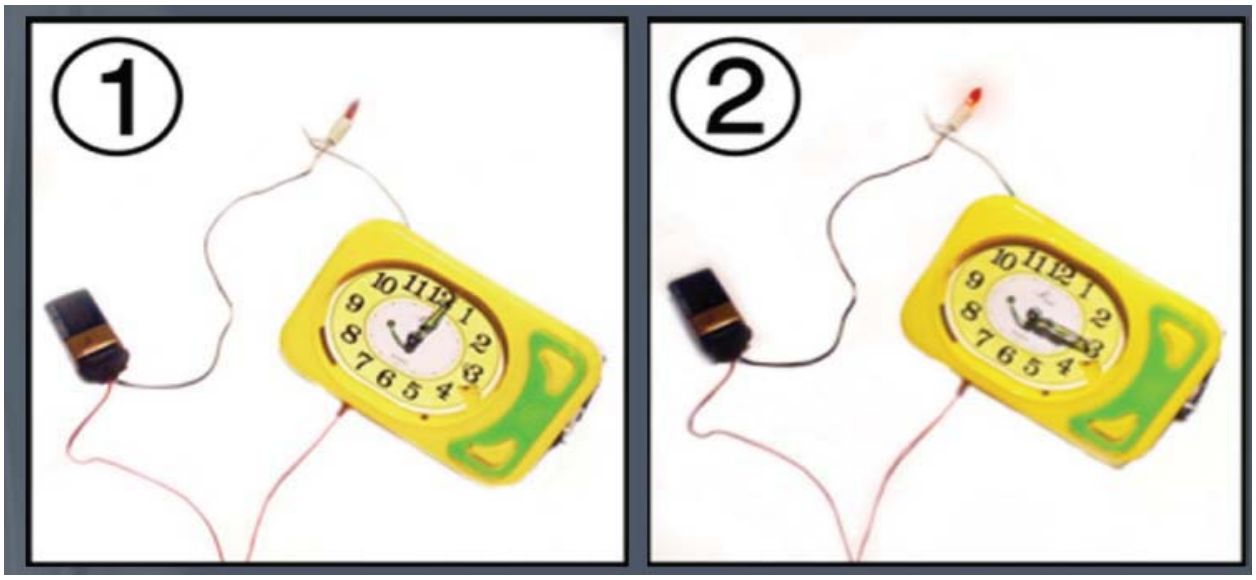


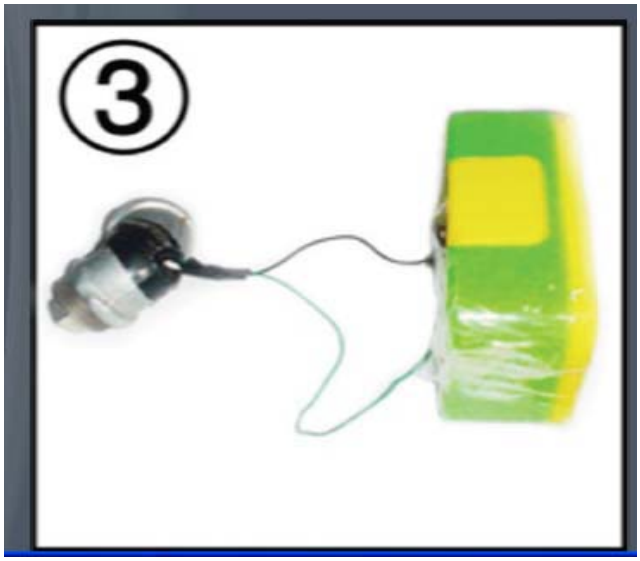


১. ফিগার-১ দেখাচ্ছে ইলেকট্রিক সার্কিট টি ঘড়ির মধ্যে যখন ঘন্টার কাটাটি পেরেকে স্পর্শ করেনি।

২. ফিগার-২ দেখাচ্ছে ইলেকট্রিক সার্কিটটি ঘড়ির মধ্যে যখন ঘন্টার কাটাটি পেরেক স্পর্শ করেছে, লাইট জ্বলে উঠেছে।

৩. এখন সার্কিট থেকে টেষ্ট বাল্বটির সংযোগ বিচ্ছিনড়ব করুন এবং এর বদলে আয়রন পাইপ থেকে আসা তারের সাথে সংযোগ করুন। যখন সার্কিটটি সংযোগ পাবে দুই নং পদক্ষেপের মত তখন ডিভাইস টি বিস্ফোরন ঘটবে। আপনি ইচ্ছে করলে ঘড়ির মধ্যে ৯ ভোল্টের ব্যাটারিটি লুকিয়ে রাখতে পারেন।

নীচের বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখবেনঃ

- নিশ্চিত করবেন যেন সব তার ডাকা থাকে এবং ব্যাটারীটিও ডাকা থাকে কোন প্রকার অনিচ্ছাকৃত সংযোগ এড়ানোর জন্য।
- টেষ্ট বাল্ব দিয়ে কমপক্ষে দশবার ঘড়িটি পরীক্ষা করবেন এটা নিশ্চিত হবার জন্য যে এটি সঠিকভাবে কাজ করছে।
- ছোট ঘড়ি ব্যবহার করা ভাল যদি আপনার জন্য গোপনীয়তা জরুরী হয়।

আয়রন পাইপের ভেতর দিকে কিছু পেরেক রাখা জরুরী। পাইপের গায়ে গ্লু ব্যবহার করে আটকে দিবেন। এখানে একটি টু ইঞ্চ ওয়ান পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে দাহ্য বস্তু হিসেবে ৮০ টি ম্যাচের কাঠির মাথার নির্যাস ব্যবহার করা হয়েছে।

এই ডিভাইসের বিস্ফোরন এর ফল হচ্ছে মেকানিক্যাল। এটার প্রতিক্রিয়া হয় গ্যাসীয় চাপের কারনে এবং এজন্যই এটি শুধুমাত্র তখনই কাজ করে যদি এটা ধারন করতে পারে উচ্চ মাপের গ্যাসীয় চাপের পরিবেশ। সুতরাং আপনি আয়রন পাইপ, প্রেসার কুকার, অগ্নি নির্বাপক অথবা খালি প্রোপেইন ক্যানিস্টার ব্যববহার করতে পারেন। এখানে মূল লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, দাহ্যবস্তু গুলো এমন একটি মজবুত পাত্রে রাখা দরকার

যা প্রচুর চাপ ধরে রাখতে পারবে এবং যার ফলে একটি ধ্বংসাত্মক বিস্ফোরন ঘটবে।

যাই হোক উদাহরণস্বরূপ একটি প্রেসার কুকার ম্যাচের কাঠির নির্যাস দ্বারা ভরতে গেলে, আপনার প্রয়োজন হবে প্রচুর ম্যাচের এবং এজন্য চাইলে গান পাউডার অথবা আগুন জ্বালানোর পাউডার ব্যবহার করতে পারেন।

ধারালো বস্তু যোগ করতে হবে, এজন্য সর্বোত্তম ধারালো বস্তু হচ্ছে গোলাকার বস্তু। আপনি যেমন দেখছেন ছবিতে, আপনার গ্লু প্রয়োজন হবে পাত্রের গায়ে আটকানোর জন্য। যদি স্টীলের গোলাকার বস্তু সচরারচর না হয় এর বদলে আপনি পেরেক ব্যবহার করতে পারেন।

উপরে যেমন ২ ইঞ্চি আয়রন পাইপ যার ভেতরে পেরেক রয়েছে। আপনি পরবর্তীতে দাহ্য নির্যাস দিয়ে তা ভরে নিবেন।

পরবর্তী তিনটি পদক্ষেপ পূর্বের ছবিতে যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখানো হয়েছে গ্যাসের কানেস্তারাতে ধারালো বস্তু ব্যাহার করা হয়েছে তার জন্য-

১. পেরেকের আকৃতি

২. আপনি পেরেক গুলো একটি ছাচে স্থাপন করে গলিত গ্লু ঢেলেদিন এগুলোর উপর এবং যখন শুকিয়ে যাবে ছাচ থেকে তুলে ফেলুন।

৩. ছাচাকৃতি পেরেকগুলো কানেস্তারার চারপাশে মুড়িয়ে নিন।

কানেস্তারার চারপাশে ধারালো বস্তুগুলো মুড়য়ে নেয়ার পর, কানেস্তারাটি থেকে গ্যাস খালি করুন, মুখ খুলুন এবং দাহ্য নির্যাস দ্বারা এটি ভরে দিন। বাল্বটি প্রবেশ করান এবং তারগুলো বাহিওে রাখুন যেমন করেছেন আয়রন পাইপের ক্ষেত্রে।

এটার সাথে সাথে বলা হচ্ছে, এখানে একটি কার্যকর বিস্ফোরক ডিভাইসের জন্য কিছু পদক্ষেপের কথাঃ

- ডিভাইসটি একটি জন সমাগম বা ভীড়ের মধ্যে রাখুন।
- ডিভাইসটি এমন কিছুদিয়ে ক্যামোফ্লাজ করুন যা ধারালো বস্তুকে বাধা দিবে না যেমন কার্ডবোর্ড।

আয়রন পাইপ পদ্ধতি তখনই বেশী কার্যকর যখন একইরকম একাধিক ব্যবহার করা হয়। এটা করার জন্য, প্রত্যেক পাইপ থেকে একটি করে তার একত্রে পুটুলি করে নিন এবং অন্য অবশিষ্ট তারগুলো একত্রে পুটুলি করুন যেমন ছবিতে দেখানো হয়েছে। তারের একটি ছড়া সবুজতারের প্রতীক যা ঘড়ির ঘন্টার কাটায় সংযুক্ত হবে। অন্য ছড়াটি ব্যাটারীর ‘‘-’’ এ সংযুক্ত হবে।

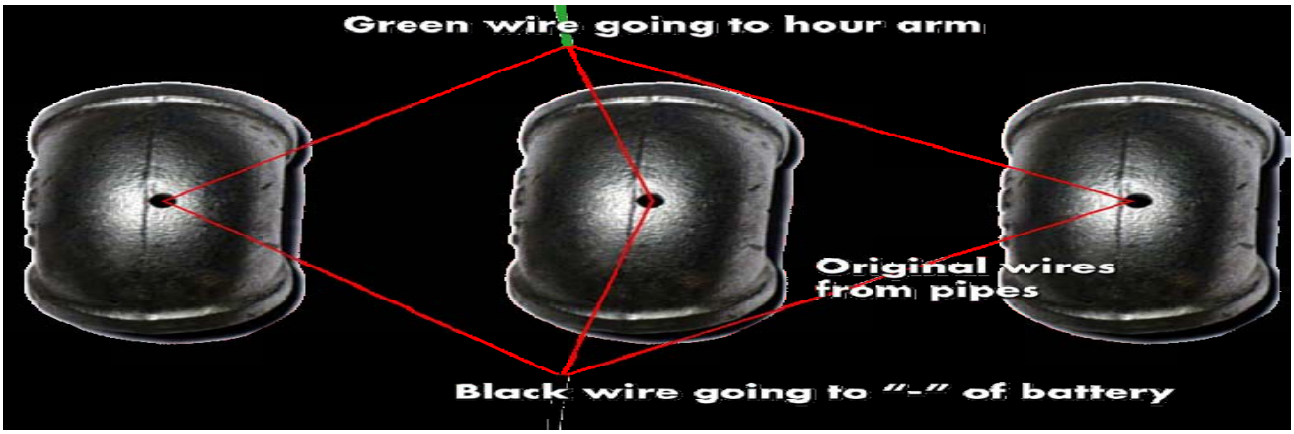


প্রেসারকুকার পদ্ধতি সবচেয়ে বেশী কার্যকর। প্রেসার কুকারের ভেতর দিকে ধারালো বস্তু গুলো গ্লু দিয়ে আটকে নিন অতঃপর কুকারটি দাহ্য পদার্থ দ্বারা ভরে নিন। প্রস্তুতকৃত বাল্বটি আলতো করে দাহ্য পদার্থে ঢুকিয়ে দিন যেন ফিলামেন্টটি ভেঙ্গে না যায়।

অতঃপর কুকারের ঢাকনির ছিদ্রদিয়ে তারগুলো বের করে নিন। কুকারের ঢাকনির ছিদ্রের চারপাশে কিছু টেপ দিয়ে মুড়িয়ে নিন যেন কোন অংশ খোলা না থাকে এবং তারগুলো বিদ্যুৎ সোর্সে সংযুক্ত করুন যেমন আমরা আয়রন পাইপের ক্ষেত্রে করেছি অনুরূপ পদ্ধতিতে।

**নীচে কিছু সতর্কতার পদক্ষেপঃ**

১. আপনি আল্লাহর প্রতি আপনার ভরসা করুন আপনার অপারেশনের সফলতার ব্যাপারে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

২. বিস্ফেরক তৈরীর সময় গ্লাভস পরিধান করুন কোন প্রকার ফিংগার প্রিন্ট থাকা এড়ানোর জন্য।

৩. এটি একটি বিস্ফোরক ডিভাইস সুতরাং এটা প্রস্তুতি এবং বহন করার সময় সাববধাননতা অবলম্বন করুন।

এই আর্টিকেলে আমরা অনেক পদ্ধতির মধ্যে একটি বর্ণনা করলাম একাকী মুজাহিদের জন্য। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি আমাদের ভাইদের সাহায্য করার জন্য তাঁর শত্রুদের টার্গেট করার জন্য এবং আমরা আল্লাহর কাছেই বিজয় চাই।